দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 AUG 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭ .....

এসএসসি পরীক্ষার ফল ঃ গতানুগতিক ধারায় পরিবর্তন এসেছে

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ এবার চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন-সহ নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। চার বোর্ডের গড় পাসের হার এবার ৭২ দশমিক ৯৯। গত বছর গড় পাসের হার ছিল ৭১ দশমিক ২০।

চলতি বছর রাজধানীর নামী-দামী স্কুলগুলো তাদের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্যাডেট কলেজ এবং জেলা পর্যায়ের বড় বড় স্কুলগুলোর ফলাফলও আশাব্যঞ্জক হয়নি। বিশেষ করে ঢাকা বোর্ডের অধীনস্থ ক্যাডেট কলেজগুলো মেধা তালিকায় এবার স্থানই পায়নি। তুলনামূলকভাবে বরিশাল, ঝিনাইদহ, পাবনা, ফৌজদারহাট এবং সিলেট ক্যাডেট কলেজের এসএসসি'র ফলাফল বেশ ভাল। কুমিল্লা বোর্ডের চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, কুমিল্লা জেলা স্কুল, সিলেট ও ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী বোর্ডের দিনাজপুর জেলা স্কুল, সরকারী পিএন গার্লস স্কুল, রাজশাহী সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, পাবনা ক্যাডেট কলেজের ফল যথেষ্ট ভাল। এবার যশোর বোর্ডের মেধা তালিকায় বরিশাল ক্যাডেট কলেজ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

চারটি বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষার জন্য সর্বমোট ৭ লাখ ৭২ হাজার ৬০ জন ছাত্রছাত্রীর নাম রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৭ লাখ ৬৫ হাজার ১৩৫ জন। অজ্ঞাত কারণে চার বোর্ডের ৬ হাজার ৯২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি।

ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে ৬ লাখ এক হাজার ৭৭০ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ২ লাখ ৭১ হাজার ২৬৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২ লাখ ৭৮ হাজার ২১৪ জন এবং তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে ২৪ হাজার ১৩৬ জন।

মোট ছাত্র পাস করেছে ৩ লাখ ৬৯ হাজার ৫২ জন এবং ছাত্রী পাস করেছে ২ লাখ ৩২ হাজার ৭১৮ জন। ছাত্রদের পাসের গড় হার ৭৪ দশমিক ১৪ এবং ছাত্রীদের পাসের গড় হার ৭১ দশমিক শূন্য ৭।

উল্লেখযোগ্য যে গত বছর চারটি বোর্ড থেকে ৬ লাখ ৮৫ হাজার ৮৩১ জন ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। সে হিসাবের তুলনায় এবার ৮৪ হাজার ৬১ জন ছাত্রছাত্রী কম পাস করেছে। অর্থাৎ এবার ফেল করেছে বেশী। চার বোর্ডের এক লাখ ৬৩ হাজার ৩৬৫ জন ছাত্রছাত্রী এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেনি।

বরাবরের মত এবারও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ভাল ফল করেছে। চার বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের পাসের গড় হার ৮৭ দশমিক শূন্য ৫ ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের পাসের গড় হার ৬৭ দশমিক ৮৯। এবার মেধা তালিকায় চার বোর্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯০৬ নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে কুমিল্লা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্র। গত বছর চার বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্র ৯১১ নম্বর পেয়ে দেশের শীর্ষস্থান লাভ করেছিল।

এবার পাসের হার সবচেয়ে বেশী কুমিল্লা বোর্ডে। সেখানে পাসের হার ৭৪ দশমিক ৯৩। পাসের হার সবচেয়ে কম ৭০ দশমিক ৭৪ হচ্ছে যশোর বোর্ডে। গত বছর অবশ্য ৭৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ পাসের হার ছিল ঢাকা বোর্ডের। আর গতবার সবচেয়ে কম ৬১ দশমিক ৫২ ভাগ পাসের হার ছিল কুমিল্লা বোর্ডে। এবার নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের তুলনায় প্রাইভেট ছাত্রছাত্রীদের পাসের হার অনেক কম। নিয়মিত ছাত্রছাত্রী হিসাবে এবার দেশের ৪ বোর্ড থেকে ৫ লাখ ৭১ হাজার ৪২৩ জন এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ৩০ হাজার ৩৪৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় পাস করেছে। নিয়মিতদের পাসের হার ৭৪ দশমিক ৪৮ এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ৫০ দশমিক ২৮।

রাজশাহী বোর্ডে এবার ছেলে ও মেয়েদের পাসের হার প্রায়ই সমান। ছেলেদের ৭১ দশমিক ৯২ আর মেয়েদের ৭১ দশমিক ৮৭। কুমিল্লা বোর্ডে ছেলে ও মেয়েদের সম্মিলিত মেধা তালিকার ২০টি স্থান দখল করেছে ৪৭ জন ছাত্রছাত্রী। রাজশাহী বোর্ডে ২০ পর্যন্ত স্থান অধিকার করেছে ৭২ জন। এই ২০ পর্যন্ত মেধার স্থান ঢাকা বোর্ডে দখল করেছিল ১২৯ জন এবং যশোর বোর্ডে ৩৭ জন ছাত্রছাত্রী। স্থান দখলের এই লড়াই হয়েছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। মাত্র এক নম্বর ব্যবধান রয়েছে একজনের চেয়ে অন্য জনের। এছাড়া সম সংখ্যক নম্বর পেয়ে ২ থেকে ১৬ জনও দখল করেছে এক একটি মেধা স্থান। কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে কুমিল্লা বোর্ডে। এ বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকারীর চেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ১৮ নম্বর কম পেয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডে প্রথম হয়েছে ৯০৬ নম্বর পেয়ে। আর ৮৬৬ নম্বর পেয়ে লাভ করেছে ২০তম স্থান। যশোরে ৯০০ নম্বর পেয়ে প্রথম এবং ৮৬৭ নম্বর পেয়েছে ২০তম স্থান। রাজশাহীতে ৮৯৭ নম্বর পেয়ে হয়েছে প্রথম আর ২০তম স্থান লাভ করেছে ৮৬৪ নম্বর পেয়ে এবং ঢাকা বোর্ডে ৮৯৮ নম্বর পেয়ে হয়েছে প্রথম ও ৮৭৮ নম্বর পেয়ে ২০তম মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। গত বছর ৯১১ নম্বর পেয়ে ঢাকায়, ৮৯৯ নম্বর পেয়ে রাজশাহী, ৮৮৭ নম্বর পেয়ে কুমিল্লা এবং ৮৮২ নম্বর পেয়ে যশোর বোর্ডে প্রথম হয়েছিল। সে তুলনায় এ বছর ছাত্রছাত্রীরা নম্বর বেশ কম পেয়েছে।

গত বছর ২ সেপ্টেম্বর বুয়েটের কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রথম একযোগে ফল প্রকাশ করা হয়। ফল প্রকাশের পর চরম বিশৃংখলা দেখা যায়। পরবর্তীতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ২০ ডিসেম্বর এবং তারপর ৩০ মার্চ/৯৫ ২ বার করে ফলাফল সংশোধন করেন। ফলে বহু ছাত্রছাত্রীর নাম মেধা তালিকা থেকে বাদ পড়ে। এতে চরম অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি হয় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে। এবার প্রথম সম্পূর্ণ বোর্ডের উদ্যোগে কম্পিউটারে ফল প্রকাশ করা হল। শুরুতে একসঙ্গে ৪ বোর্ডের ফল প্রকাশের ঘোষণা কার্যকর হয়নি। ফল প্রকাশ হয়েছে পৃথক ৩টি তারিখে।